R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা : ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৯ই ভাদ্র বুধবার, ১৪০৫ সাল।
২৬শে আগষ্ট, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

জঙ্গিপুর স্কুলের শিক্ষকের স্ত্রীর মৃত্যুকে ঘিরে নার্সিংহোমে ব্যাপক ভাঙচুর, তিন ডাক্তারের চেম্বারও তার সঙ্গে, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : রঘুনাথগঞ্জের 'পার্কভিউ' নার্সিংহোমে গত ২২ আগষ্ট এ্যাপেনডিক্স অপারেশনের সময় এ্যানাসথেসিষ্ট ডাঃ প্রবীর সাহার অনভিজ্ঞতার কারণে জঙ্গিপুর স্কুলের শিক্ষক প্রদ্যোৎ ঘোষের স্ত্রী অমিতা ঘোষ (৪৫) অসুস্থ হয়ে কলকাতা যাবার পথে মারা যান। এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক ভাঙচুর চলে। খবর ২২ আগষ্ট এ্যাপেনডিক্স অপারেশনের জন্য মহকুমা হাসপাতালের ডাঃ তাপস ঘোষের পরামর্শক্রমে ঐ নার্সিংহোমে অমিতাদেবীকে ভর্তি করা হয়। প্রদ্যোৎবাবুর সরাসরি অভিযোগ অ্যানাসথেসিষ্টের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতায় তাঁর স্ত্রীকে সামান্য এ্যাপেনডিক্স অপারেশনে অকালে প্রাণ হারাতে হল। প্রদ্যোৎবাবুর বিবৃতি অনুযায়ী, তিনি তাঁর স্ত্রীকে পেটে ব্যথার জন্য মাসখানেক আগে ডাঃ তাপস ঘোষকে দেখান। সেই সময় ডাঃ ঘোষ অমিতাদেবীকে গাড়ীঘাটের 'হক নার্সিংহোমে' দুদিন ভর্তি রেখে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা ও আলট্রাসোনোগ্রাফি করে ছেড়ে দেন। এরপর প্রদ্যোৎবাবু বহরমপুরে তাঁর স্ত্রীকে ডাঃ এ কে সরকারকে দেখালে তিনিও কিছু ওষুধপত্র দেন। এরপর গত ২০ আগষ্ট অমিতাদেবীর ব্যথা ওঠায় প্রদ্যোৎবাবু ডাঃ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ডাঃ ঘোষ ২২ আগষ্ট অমিতাদেবীকে পার্কভিউ নার্সিংহোমে ভর্তি করে (২য় পৃষ্ঠায়)

মহকুমার ৪টি ব্লক বন্যা কবলিত, ধুলিয়ান শহর জলমগ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত কয়েকদিনে গঙ্গা ও পদ্মার জলসীমা বাড়তে থাকায় তীর উপচে মহকুমার সাতটির মধ্যে চারটি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। ধুলিয়ান শহরের বহু ওয়ার্ডে জল ঢুকে গেছে। গত ২২ আগষ্ট থেকে ধুলিয়ান পুরসভার ১, ২, ৩, ৪, ৯, ১২, ১৭ ও ১৮ নং ওয়ার্ডে জল ক্রমশঃ বাড়ছে। কাঞ্চনতলা স্কুল চত্বরও জলমগ্ন। মায়া টকীজে জল ঢুকে যাওয়ায় সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। শহর লাগোয়া কেষ্টপুর, মহেশপুরের দিক থেকে শহরে জল ঢোকে। মহকুমা শাসক ও স্থানীয় পুরসভার মিলিত ব্যবস্থাতেও জল আটকানো যায়নি। জলের চাপে বালির বস্তা ও ডাষ্ট কাজে লাগেনি। বেশী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ১১টি পরিবারকে স্থানীয় গার্লস স্কুলে স্থানান্তরিত করে মহকুমা প্রশাসন। অন্যদিকে ফরাক্কা ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত জলের নীচে। বেশী ক্ষতিগ্রস্ত নয়নসুখ ও চর এলাকা। সমসেরগঞ্জের চন্দ্রপাড়া ও তার আশপাশ অঞ্চলও ক্ষতিগ্রস্ত। সুতী-২ ব্লকের অরঙ্গাবাদের দারিয়াপুর, ঠাকুরবাড়ী জলমগ্ন। গঙ্গার জল এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। ত্রাণসমগ্রী জেলা থেকে এখনও তেমন কিছু আসেনি। কৃষি জমির ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি। রঘুনাথগঞ্জ-২ নং ব্লকের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা প্লাবিত। পদ্মার জলস্ফীতির দরুণ ঐ ব্লকের ইতিমধ্যে ২৬টি পরিবারকে ত্রাণ শিবিরে আনা হয়েছে ও বেশ কিছু মানুষ জঙ্গিপুর শহরে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন বলে মহকুমা শাসক মনীষ রায় জানান। সেখানে মিঠিপুর, বড়শিমুল, সেকেন্দ্রা, গিরিয়া, দস্তামারা, লালখানদিয়াড়, খেজুরতলা প্রভৃতি এলাকা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। মিঠিপুরের ২ ফুট উঁচু মাটির বাঁধে জল আটকায়নি। সে বাঁধ উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ছাত্রীদের সঙ্গে সি আই এস এফ কর্মীদের অশালীন ব্যবহারের প্রতিবাদে বন্‌ধ

ফরাক্কা ব্যারেজ : গত ১৯ আগষ্ট রাত ৯-৩০ নাগাদ ব্যারেজ স্কুলের একাদশ শ্রেণীর দু'জন ছাত্রী ও একজন ছাত্র এনটিপিসি টেমপোরারি টাউনশীপ থেকে প্রাইভেট পড়ে ব্যারেজ টাউনশীপে ফিরছিলেন। পথে নিউ ফরাক্কা মোড় ও ব্যারেজের কনট্রোলরুমের মাঝামাঝি রাস্তায় দু'জন সি আই এস এফ কর্মী ছাত্রী দুটির সাথে অশালীন ব্যবহার করে ও হাত ধরে তাদের টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ছাত্রটি বাধা দিতে গিয়ে ঐ কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হন। ছাত্রী দুটি দিশেহারা হয়ে কনট্রোলরুমে ছুটে যান। অভিযোগ—কনট্রোলরুমে কর্মরত সি আই এস এফ কর্মীরা তাঁদের কোন সাহায্য করেনি। (শেষ পৃষ্ঠায়)

এসডিপিও-র তৎপরতায় কুখ্যাত ডাকাত ধৃত, গুলিতে মৃত ১

সুতী : গত ১৫ আগষ্ট সন্ধ্যে নাগাদ বিশ্বস্ত-সূত্রে খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ প্রশাসক স্বপন মাইতি সুতী থানা এলাকার কুখ্যাত ডাকাত মন্টু সেখকে ধরে ফেলেন। সুতী থানার শঙ্করপুরের বাসিন্দা মন্টু বহু ডাকাতির নায়ক বলে জানা যায়। ঐদিন সন্ধ্যায় পুলিশ প্রশাসক সুতী থানার সহায়তায় শঙ্করপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানকার ভিডিও মোড়ে মন্টু তার ভাই সাজাহান সেখ ও দলবল নিয়ে বসেছিল। এসডিপিও-র দেহরক্ষী আসরাফ আলী মন্টুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে মন্টুর ভাই (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার॥
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই ভাদ্র বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ বিতাড়ন প্রসঙ্গে ॥

মহারাষ্ট্র হইতে বাঙালী বিতাড়ন চলিতেছে বলিয়া অভিযোগ শুনা যাইতেছে। বেআইনীভাবে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া রুজি-রোজগার চালাইতেছে। মহারাষ্ট্রে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। মহারাষ্ট্রের বিজেপি-শিবসেনা জোট সরকার এই সব অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করিয়া সেখান হইতে বিতাড়ন করিতেছেন। এই ইস্যুতে কথা উঠিয়াছে যে, সেখান হইতে বাঙালীদের জোর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার নাকি ইহাতে মহারাষ্ট্র সরকার তথা কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকারের তীব্র সমালোচনা করিতে শুরু করিয়াছেন। এমনও শুনা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ হইতে অবাঙালী বিতাড়ন শুরু হইলে অবস্থা কোন্ দিকে যাইবে, ভাবা দরকার।

ইহার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রের দুই মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হইয়া পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি উভয় রাজ্যের মুখ্যসচিবদের বক্তব্য অর্থাৎ সরকারের বক্তব্য শুনিবেন। এই নিবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত বৈঠকে কী হইল, তাহা জানা যায় নাই।

ভারতে বাংলাদেশীদের বে-আইনী অনুপ্রবেশ আজিকার ব্যাপার নহে, দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহা চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে এইসব অনুপ্রবেশকারী এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, কাহারা ভারতীয়, কাহারা বাংলাদেশী, হঠাৎ নির্ধারণ করা কঠিন। সীমান্ত অঞ্চলে অনুপ্রবেশকারীরা নদী পারাপার করার মত ভারত-বাংলাদেশ করিতেছে। এপার বাংলায় তাহারা জাঁকাইয়া বসিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছে; ভোটের সময় এখানকার রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। প্রয়োজনবোধে স্বদেশে যাইতেছে। সীমান্তে উভয়পক্ষকে 'টু পাইস' দিলেই ঝামেলা থাকে না।

মহারাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করিতে বাঙালীদের তাড়াইতেছেন এই অভিযোগ উঠায় এখানকার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সংবাদদাতারা মুম্বই গিয়া যে তথ্য সংগ্রহ করেন, তাহাতে দেখা যায় যে, খুব স্বল্পসংখ্যক বাঙালীকে বাংলাদেশী মনে করিয়া মুম্বই পুলিশ ফেরত পাঠাইয়াছেন। নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়া, ভাষার দিক দিয়া বাঙালী ও বাংলাদেশী'র মধ্যে প্রবল সাদৃশ্য থাকায় প্রথমত বিভ্রান্তি স্বাভাবিক। তবে বাংলাদেশীদের বিতাড়ন হইয়াছে বাঙালীদের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়দের কেহ কেহ মুম্বই গিয়া মহারাষ্ট্রে বাঙালী বিদ্বেষ দেখেন নাই ! মুম্বইস্থ অনেক বুদ্ধিজীবী ও প্রতিষ্ঠিত বাঙালী কোনও বিদ্বেষের শিকার হন নাই, বরং সম্প্রীতির মধ্যে তাহারা বসবাস করিতেছেন, বলিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মহারাষ্ট্রের বিজেপি শিবসেনা জোট সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিন্দা-সমালোচনায় মুখর হইয়াছেন।

বেআইনী অনুপ্রবেশরোধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশীদের জন্য 'ওয়াক' পারমিট' প্রথা চালু করিবার কথা বলিয়াছেন। ইহা হইলে ভাল হইবে। খবরে জানা যায় যে, মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী নাকি বলিয়াছেন যে, পুজার পর সেখান হইতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী হঠান শুরু হইবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবদের সহিত যে বৈঠকে মিলিত হইতেছেন, তাহাতে এই রাজ্যের সরকার দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বক্তব্য রাখিবেন।

দেড় বছর হয়ে গেল হাসপাতাল সুপার নিজের কোয়ার্টার গেলেন না

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে গত বছর মার্চে ডাঃ মাইনুল হক সুপারের দায়িত্ব নেন। পূর্বতন সুপার ডাঃ সঞ্জীব ঘোষ কুচবিহার বদলী হয়ে গেলেও তাঁর মেয়ের পরীক্ষা ইত্যাদি জানিয়ে কোয়ার্টারটি নিজের দখলে রাখেন। সে সময় ডাঃ হক তাঁর দেশের বাড়ী ধুলিয়ান থেকে যাতায়াত করতেন। মাঝে বেশ কিছুদিন তিনি ছুটিতেও ছিলেন। বর্তমানে তিনি সুপারের নির্দিষ্ট কোয়ার্টার না পেয়ে তৃতীয় শ্রেণীর একটি কোয়ার্টারে ফ্যামিলি নিয়ে অসুবিধার মধ্যে বাস করছেন। এদিকে মেয়ের পরীক্ষা হয়ে গেলেও পূর্বতন সুপার ডাঃ ঘোষের স্ত্রী এই হাসপাতালের সিনিয়র নার্স মেনকা ঘোষ সুপারের কোয়ার্টার ছাড়তে নারাজ। মেনকার বক্তব্য যেহেতু তাঁর স্বামী ডাঃ সঞ্জীব ঘোষ কুচবিহারে এখনও কোন কোয়ার্টার পান নি সেহেতু তিনি এই কোয়ার্টার ছাড়বেন না। এই প্রসঙ্গে ডাঃ মাইনুল হক জানান—তাঁর অসুবিধার কথা চিঠি দিয়ে, টেলিফোনে বা সরাসরি অন্তত: ১৫/২০ বার সি এম ও এইচকে জানিয়েও কিছু হয় নি। এ ছাড়া ডি এম এবং এসডিওকে লিখিতভাবে জানিয়েও এর কোন প্রতিকার পান নি। এখানে সুপারের দায়িত্ব নেয়াটাই তাঁর ভুল হয়েছে বলে তিনি আক্ষেপ করেন আমাদের প্রতিনিধির কাছে।

গ্রেপ্তার এক (১ম পৃষ্ঠার পর)

বেলা ২টা নাগাদ অস্ত্রোপচার করেন। অপারেশনের ৪/৫ ঘন্টা বাদেও রোগীর জ্ঞান না ফেরায় ও রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকায় ডাঃ ঘোষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে হাসপাতালের ডাঃ ওবাইদুর রহমান, ডাঃ সোমেশ ব্যানার্জী, ডাঃ যজ্ঞেশ্বর মুখার্জী, ডাঃ হায়দার নওয়াজ, ডাঃ আশামুদ্দিন বিশ্বাসকে নিয়ে নার্সিংহোমেই আলোচনায় বসে রোগীকে বহরমপুর হাসপাতালে নিয়ে যাবার ঠিক করেন। এ্যাম্বুলেন্স ঠিক করতে তাপস ঘোষ খাতা কলমে রোগীকে মহকুমা হাসপাতালে ভর্তির কাগজপত্রও তৈরী করেন। রোগীর সঙ্গে ডাঃ ঘোষ, ডাঃ রহমান ও প্রবীর সাহা যান। বহরমপুর হাসপাতাল রোগীর অবস্থা দেখে কলকাতার এস এস কে এমে নিয়ে যাবার পরামর্শ দেয়। কারণ, এ্যানাসথেসিয়ার ডোজ বেশী হলে সেটা পাম্প করে বার করার যন্ত্র একমাত্র ঐ হাসপাতালেই আছে। ২৩ আগষ্ট সকালে সংজ্ঞাহীন রোগীকে নিয়ে আত্মীয়স্বজনরা কলকাতা যাত্রা করেন। অমিতাদেবী বেলা ৩টা নাগাদ বারাসতের কাছে মারা যান। ওখান থেকে মৃতদেহ জঙ্গিপুরে ঘুরে আসে। ২৪ আগষ্ট সকালে জঙ্গিপুর শ্মশানে মরদেহ সৎকারের পর একদল ক্ষিপ্ত যুবক বেলা ১০-৩০টা নাগাদ মহকুমা হাসপাতালে চড়াও হয়। সেখানে এসডিএমও ডাঃ মাইনুল হক ও ডাঃ গোপাল কেশরী ওদের হাতে লাঞ্ছিত হন। এরপর ওরা পার্কভিউ নার্সিং হোমে চড়াও হয়। ওখানে অপারেশন থিয়েটারসহ অন্যান্য ঘরে ব্যাপক ভাঙচুর চলে। নার্সিং হোমের মালিক সতু ঘোষালকে উত্তেজিত যুবকের দল দোতলা বারান্দার গ্রিল ভেঙ্গে বার করে নিয়ে এসে মারধোর করে। যুবকদের মধ্যে কয়েকজন মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে জানা যায়। এরপর ওরা একে একে ডাঃ যজ্ঞেশ্বর মুখার্জী, ডাঃ দৈবকীনন্দন হালদার ও ডাঃ সোমেশ ব্যানার্জীর চেম্বার অল্পবিস্তর ভাঙচুর করে। কিন্তু প্রধান অভিযুক্ত ডাঃ তাপস ঘোষ ও এ্যানাসথেসিষ্ট প্রবীর সাহাকে পাওয়া যায় নি। এসডিএমও ডাঃ মাইনুল হক জানান—ডাঃ তাপস ঘোষ ও প্রবীর সাহা হাসপাতালে অনুপস্থিত। চেম্বার ভাঙার পর তিন ডাক্তারও (শেষ পৃষ্ঠায়)

নারীঘটিত ব্যাপার নিয়ে গ্রামে সাম্প্রদায়িক অশান্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের রাজানগর কিরীটিভূষণ সাঁকোর দুই নাইট গার্ড রূপচাঁদ মণ্ডল ও শঙ্কর কর্মকারের বিরুদ্ধে মেয়ে নিয়ে ফূর্তির অভিযোগ আনেন বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের কিছু যুবক। খবর গত ১২ আগষ্ট রাতে বৈকুণ্ঠপুরের মালেক ও ইসরাইল রাজানগর থেকে ভিডিও দেখে বাড়ী ফিরছিল। ঐ সময় কিরীটিভূষণ সাঁকোর দুই নাইট গার্ড রূপচাঁদ ও শঙ্করকে ১টি মেয়ে নিয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে দেখে তারা আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ওদের তিনজনকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে। পরে তাদের চর থাপ্পর দিয়ে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে নিয়ে আসে। খবর পেয়ে রাজানগরের কয়েকজন গ্রামবাসী বৈকুণ্ঠপুর এসে ধৃতদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির সূচনা হয়। পরবর্তীতে গত ১৬ আগষ্ট রাতে রাজানগর প্রাথমিক স্কুলে এক আলোচনা সভায় মালডোবা হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুশান্ত দাসের মধ্যস্থতায় এই অশান্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। বর্তমানে পরিবেশ অনুকূল।

এ সি সি সুপার কাপ—৯৮

৫৫তম ভাগীরথী বক্ষে বিশ্বের দীর্ঘতম

সন্তরণ প্রতিযোগিতা

৩০শে আগষ্ট, রবিবার, ১৯৯৮

পরিচালনায় :

মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থা

সহযোগিতায় :

দি এ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোং লিঃ

জঙ্গিপুর সাব কমিটি, মুর্শিদাবাদ সুইমিং এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে।

ধুলিয়ান পুরসভায় স্থগিতাদেশ

ধুলিয়ান : সি পি এম আদালতের দ্বারস্থ হওয়ায় স্থানীয় পুরসভায় অনাস্থা পাশ হয়ে গেলেও আদালতের নির্দেশে তাতে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। শুনানীর দিন ধার্য্য হয়েছে ২৮ আগষ্ট। তাই বর্তমানে সিপিএমের আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বেই বামফ্রন্টের দখলে থাকল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

ফরাক্কা সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প

ফরাক্কা ॥ মুর্শিদাবাদ

স্মারক নং—৮/আই সি ডি/এফ কে কে তাং—১৯/৮/৯৮

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দারা ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ ফরাক্কা সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পে ৯টি (নয়) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্ভুক্ত মোট ১৬৮ (একশো আটষট্টি) জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবী অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং ১৬৮ (একশো আটষট্টি) জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সাহায্যকারিণী (হেল্পার) নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। উক্ত পদগুলির জন্য আগামী ইং ২৮/৮/৯৮ থেকে ইং ১৮/৯/৯৮ পর্য্যন্ত অফিসের সময়ে (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫-৩০) ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির কার্য্যালয়ে নির্দ্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে। উক্ত কার্য্যালয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

প্রত্যর্পণ সিংহ রায়
শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
ফরাক্কা সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প
ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ

E T D C

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

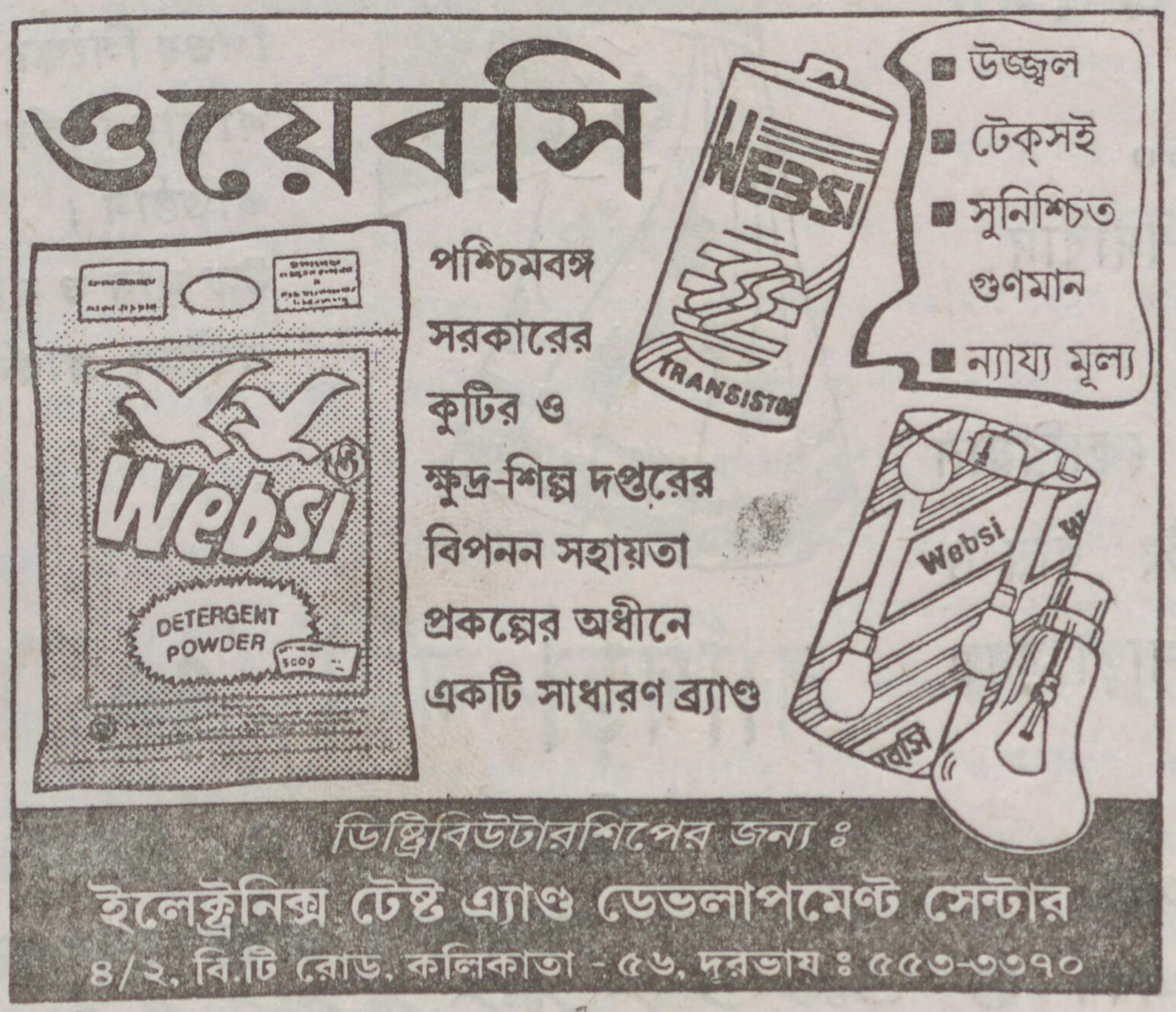

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

শ্রীমা শিল্পনিকেতনের কবিগান

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৭ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা মোড়ে কবিগানের এক আসর বসে। প: বঙ্গ কবিগান শাখার কান্দী হতে আগত দলটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে সামনে রেখে কবিগান করে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীমা শিল্পনিকেতনের সম্পাদক বিজয় মুখার্জী।

বি এস পি জেলা সাংগঠনিক কর্মীসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৫ আগষ্ট দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মঙ্গলজনে বি এস পি জেলা কর্মী সভা হয়ে গেল। সভায় বি এস পির প্রদেশ সভাপতি মনোজ হাওলাদার ছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি আইনুল হক চৌধুরী, জগবন্ধু বিশ্বাস প্রমুখ। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কর্মীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গ্রেপ্তার এক (২য় পৃষ্ঠার পর)

অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটির আবেদন করেন সুপারের কাছে। যদিও সেটা মঞ্জুর হয়নি। তিনি আরও জানান ডাঃ ডি এন সান্যাল সুপারকে না জানিয়ে ষ্টেশন লিভ করায় তাঁর দায়িত্ব দিয়ে যান ডাঃ হালদারকে। এই পরিস্থিতিতে ২৪ আগষ্ট ওয়ার্ডে দূরের কথা এমারজেন্সীতে ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে তাঁর কালঘাম ছুটে যায়। অন্যদিকে পার্কভিউ নার্সিংহোমের মালিক সতু ঘোষাল আমাদের কাছে অভিযোগ করেন—আক্রমণকারীরা চলে যাবার পাঁচ মিনিট পর থানার সেকেণ্ড অফিসার এসে তদন্তের নামে তাঁর সঙ্গে যতটা সম্ভব অভদ্র ব্যবহার করে লিখিত ছাড়া নার্সিংহোমের রেজিষ্টার নিয়ে চলে যান। এই ঘটনায় পুলিশ এখন পর্যন্ত জঙ্গিপুরের বিষ্ণুশঙ্কর ভকতকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্য কয়েকজনকে খোঁজা হচ্ছে।

কুখ্যাত ডাকাত ধৃত (১ম পৃষ্ঠার পর)

সাজাহান আসরাফের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। বিপদ বুঝে দ্বিতীয় দেহরক্ষী আবু সালাম সেখ সাজাহানকে সরাসরি গুলি করলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। অন্য সঙ্গীরা পালিয়ে যায়। মনটুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আসরাফের অবস্থা সঙ্গীন হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

অশালীন ব্যবহারের প্রতিবাদে বন্‌ধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

এই ঘটনাকে ঘিরে ফরাক্কা ব্যারেজ টাউনশীপে উত্তেজনা দেখা দেয়। এর প্রতিবাদে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ২১ আগষ্ট ব্যারেজ এলাকায় বন্‌ধ ডাকে। বাজার, দোকানপাট, স্কুল, কলেজ ব্যারেজের বিভিন্ন অফিস, ব্যাঙ্ক, পোষ্টঅফিস সবকিছু বন্ধ থাকে। সি আই এস এফের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় তিনজন কর্মীকে সন্দেহবশত সাসপেণ্ড করেছেন।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—**ডাঃ সাহা**
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারাণ্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

ডাঃ ধ্রুব রায়

নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ সার্জেন এবং অডিওমেট্রিস্ট
(কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত)
প্রতি রবিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
নিম্ন ঠিকানায় বসবেন—

কসমো মেডিক্যাল ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ : বাগানবাড়ী : মুর্শিদাবাদ

Good News FOR
B. COM. (HONS.) & PASS STUDENTS
Best Tution Opportunities Offered by
COST ACCOUNTANT, C. A. (FINALIST)
CONTACT : **DUSHMANTA DAS**
C/.o Dr. Swadhin Kumar Das
Godown Road, Raghunathganj. Phone : 66-640

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ॥ পোঃ গনকর ॥ জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	ধনঞ্জয় কাদিয়া	অচিন্ত্য মনিয়া
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।